বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

তারিখ: ২৬/০৮/২০১৫ খ্রি:

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: **বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অধ্যাদেশ (The Bangladesh Jatiya Jadughar Ordinance No.LIII of 1983) কে 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আইন ২০১৫' শিরোনামে বাংলা ভাষায় রূপান্তরকরণ বিষয়ে মতামত আহ্বান।**

সূত্র: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক: ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.০৭.১৩-১০০, তারিখ: ২০/০৮/২০১৫

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অধ্যাদেশ (The Bangladesh Jatiya Jadughar Ordinance No.LIII of 1983) কে 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আইন ২০১৫' শিরোনামে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করার লক্ষ্যে একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। আইনের খসড়াটির বিষয়ে জনমতামত নেয়ার জন্য বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ওয়েব সাইটে তা প্রকাশ করা হলো। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো মতামত থাকলে মতামত প্রদানকারীর নাম ও ঠিকানা উল্লেখপূর্বক আগামী ৩০ আগস্ট ২০১৫ তারিখের মধ্যে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০ এর অনুকূলে ই-মেইল অথবা ডাকযোগে প্রেরণের অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৭ (সাত) পাতা

মহাপরিচালক ২৬/৮/১৫
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল: dgmuseum@yahoo.com
ওয়েব সাইট: www.bangladeshmuseum.gov.bd

নং ২০১৫

The Bangladesh Jatiya Jadughar Ordinance, 1983 রহিতপূর্বক সংশোধনসহ উহা পুনঃপ্রণয়ন ও সংহত করিবার উদ্দেশ্যে আনীত

বিল

যেহেতু The Bangladesh Jatiya Jadughar Ordinance,1983 (Ordinance No.LIII of 1983) রহিতপূর্বক সংশোধনসহ উহা পুনঃপ্রণয়ন ও সংহত করিবার উদ্দেশ্যে **আইন প্রণয়ন** করা সমীচীন ও **প্রয়োজন**;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।–(ক) ইহা "বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর **আইন ২০১৫"** নামে অভিহিত হইবে।

(খ) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞাসমূহ**।–বিষয় এবং প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে এই **আইনে**-

(ক) "পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন" (antiquity) বলিতে বুঝাইবে–

(১) মানব কর্মকাণ্ডজাত যে-কোনো প্রাচীন অস্থাবর বস্তু যাহা শিল্পকলা, স্থাপত্য, কারুকলা, সাহিত্য, প্রথা, মূল্যবোধ, **ইতিহাস,** রাজনীতি, ধর্ম, যুদ্ধোপকরণ, বিজ্ঞান অথবা সভ্যতা অথবা সংস্কৃতির যে-কোনো ধরনের উপকরণ **ও নিদর্শন;**

(২) যে-কোনো **ধরনের** প্রাচীন অস্থাবর নিদর্শন যাহা ঐতিহাসিক, জাতিতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, **নন্দনতাত্ত্বিক (aesthetic), শৈল্পিক, সামাজিক,** জৈবনিক (biological), ভূতাত্ত্বিক, সামরিক অথবা বৈজ্ঞানিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ;

(৩) পুরাতাত্ত্বিক স্থাবর নিদর্শনে সংযুক্ত অথবা সন্নিহিত যে-কোনো ধরনের তোরণ, দরজা, জানালা, **পাইপ,** দেয়াল- নিম্নাংশের প্যানেল (panelling dado), ছাদ, উৎকীর্ণ লিপি, দেয়ালচিত্র, দারুশিল্প, **ধাতব** শিল্পকর্ম অথবা ভাস্কর্য অথবা অন্যান্য উপকরণ; এবং

(৪) এই **আইনের** উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার অফিসিয়াল গেজেট জারির মাধ্যমে কোনো প্রাচীন বস্তুকে অথবা এই ধরনের বস্তু শ্রেণিকে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে ঘোষণা করিলে।

(খ) "জাদুঘর" বলিতে ৩ নং ধারার অধীনে প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর' বুঝাইবে;

(গ) "বোর্ড" বলিতে জাদুঘরের 'বোর্ড অব ট্রাস্টিজ'**কে** বুঝাইবে;

(ঘ) "সভাপতি" বলিতে বোর্ডের সভাপতি বুঝাইবে;

(ঙ) "ট্রাস্টি" বলিতে জাদুঘর-এর ট্রাস্টিকে বুঝাইবে যাহাদের লইয়া বোর্ড গঠিত;

(চ) "মহাপরিচালক" বলিতে ১১ নং ধারার **অধীন** নিয়োগপ্রাপ্ত মহাপরিচালক বুঝাইবে;

(ছ) "সচিব" বলিতে ১২ নং ধারার **অধীন** নিয়োগপ্রাপ্ত জাদুঘরের সচিব বুঝাইবে;

(জ) "জাদুঘরের তহবিল" বলিতে এই আইনের ১৫ নং ধারার অধীনে গঠিত জাদুঘরের তহবিল বুঝাইবে;

(ঝ) "নির্ধারিত" বলিতে এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি অথবা প্রবিধানমালা অথবা সরকারি কোনো নির্দেশনা অথবা আদেশ দ্বারা "নির্ধারিত" বুঝাইবে;

(ঞ) "বিধি" বলিতে এই আইনের ২১ নং ধারার ক্ষমতা বলে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রণীত বিধি বুঝাইবে;

(ট) Ordinance অর্থ The Bangladesh Jatiya Jadughar Ordinance 1983 (ord. no. LIII of 1983) যাহা Dacca Museum (Board of Trustees) Ordinance 1970 LE.P.Ord. X of 1970) রহিত করিয়া ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের পনেরোই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রণীত হইয়া ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২০ই সেপ্টেম্বর গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত এবং এই আইনের ১৯ নং ধারা অনুযায়ী রহিত।

৩। **জাদুঘর প্রতিষ্ঠা।**–(১) **এই আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ইতোপূর্বে Ordinance-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর "বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর" নামেই বহাল থাকিবে;**

(২) জাদুঘর একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে; ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা এবং একটি সাধারণ (common) সিলমোহর ও **প্রতীক (logo)** থাকিবে; **এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে** ইহার স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার, রক্ষণাবেক্ষণ ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে; এবং স্বীয় নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

(৩) জাদুঘরের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(৪) ইহার অঙ্গ ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ, যথা বিভাগীয় জাদুঘর, আঞ্চলিক জাদুঘর, শাখা জাদুঘর, বিষয়ভিত্তিক জাদুঘর ইত্যাদি যে নামেই অভিহিত হউক না কেন ইহার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হইবে।

৪। **সাধারণ নির্দেশনা।**–জাদুঘরের সাধারণ নির্দেশনা এবং প্রশাসনিক বিষয়াদি বোর্ডের উপর ন্যস্ত হইবে, ইহা সকল প্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে; এবং জাদুঘরের জন্য প্রযোজ্য অথবা করণীয় সকল প্রকার কর্মকাণ্ড অথবা অন্যান্য বিষয় নির্ধারণ ও সম্পাদন করিবে।

৫। **প্রধান পৃষ্ঠপোষক।– গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য** রাষ্ট্রপতি জাদুঘরের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইবেন।

৬। **বোর্ড।**–নিম্নবর্ণিত ট্রাস্টিগণের সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে:-

(ক) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত শিক্ষা এবং/অথবা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোনো প্রথিতযশা, বিবেকিতা ও মনীষিতা সুস্পন্ন ব্যক্তি; যিনি বোর্ডের সভাপতিও হইবেন;

(খ) পদাধিকার বলে সচিব, যে মন্ত্রণালয় বা বিভাগ সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিষয় নির্বাহ করে, উক্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগ অথবা তাঁহার মনোনীত একই মন্ত্রণালয় বা বিভাগের **যুগ্ম-সচিব** পদমর্যাদার নিচে নয় এমন কোনো কর্মকর্তা;

(গ) পদাধিকার বলে সচিব, যে মন্ত্রণালয় বা বিভাগ অর্থ সংক্রান্ত বিষয় নির্বাহ করে, উক্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগ অথবা তাঁহার মনোনীত একই মন্ত্রণালয় বা বিভাগের **যুগ্ম-সচিব** পদমর্যাদার নিচে নয় এমন কোনো কর্মকর্তা;

(ঘ) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বাংলাদেশের **পাবলিক** বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দুইজন প্রথিতযশা অধ্যাপক, যাহাদের একজন কলা বিষয়ে এবং অপরজন বিজ্ঞান বিষয়ের গবেষক হইবেন ;

(ঙ) পদাধিকার বলে **নির্বাহী প্রধান**(যে নামেই অভিহিত হউক না কেন), আর্কাইভস এবং গ্রন্থাগার অধিদপ্তর;

(চ) পদাধিকার বলে **মহাপরিচালক,** প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর;

(ছ) পদাধিকার বলে **ডিন, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;**

(জ) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা-এর একজন প্রতিনিধি;

(ঝ) পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন ও শিল্পকর্ম উপহারদাতা **অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারী** এবং কলা, পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন ও জাদুঘর বিষয়ে আগ্রহী এবং সক্রিয় ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পাঁচজন ব্যক্তি;

(ঞ) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত দুইজন খ্যাতনামা জাদুঘর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অথবা প্রত্নতত্ত্ববিদ;

(ট) জাদুঘরের মহাপরিচালক, তিনি বোর্ডের সচিবের দায়িত্বও পালন করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, আদালতে ফৌজদারী অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত অথবা বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এমন কোনো ব্যক্তিকে বোর্ডের সভাপতি বা ট্রাস্টি নিযুক্ত করা যাইবে না।

৭। **বোর্ড ও ট্রাস্টিগণের মেয়াদকাল, ইত্যাদি।**–(১) পদাধিকার বলে নিয়োজিত ট্রাস্টি ব্যতিত যে-কোনো ট্রাস্টি তাঁহার নিযুক্তির তারিখ হইতে তিন বৎসরের মেয়াদে দায়িত্ব পালন করিবেন এবং এক মেয়াদ ব্যবহার পরে তিনি পুনরায় নিয়োগযোগ্য হইবেন; **তবে নতুন বোর্ড দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত পূর্ববর্তী বোর্ড দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখিবে;**

(২) বোর্ডের সভাপতি যে-কোনো সময় যে মন্ত্রণালয় বা বিভাগ সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিষয় নির্বাহ করে, উক্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিবের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্র দ্বারা স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন;

(৩) পদাধিকার বলে নিয়োজিত ট্রাস্টি ব্যতিত যে-কোনো ট্রাস্টি যে-কোনো সময় বোর্ডের সভাপতির নিকট **স্বাক্ষরযুক্ত** পত্র দ্বারা স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন;

(৪) কেবল বোর্ডের শূন্যতা থাকিলে অথবা গঠনতন্ত্রের কোনো বিচ্যুতির কারণে বোর্ডের কোন কাজ বা কার্যধারা বাতিল হইবে না।

৮। **বোর্ডের কার্যাবলী**।– বোর্ডের কার্যাবলী হইবে–

(ক) **জাদুঘরের যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নিদর্শন এবং নমুনার সার্বিক ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান ও নিরাপত্তা বিধান;**

(খ) জাদুঘর দৈনন্দিন পরিচালনা ও উন্নয়ন;

(গ) পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন (antiquities), শিল্পকলা ও সাহিত্যের নিদর্শন, জাতিতাত্ত্বিক **নিদর্শন**, **ঐতিহাসিক নিদর্শন**, বাংলাদেশের **ভাষা আন্দোলন ও** স্বাধীনতা সংগ্রাম সংশ্লিষ্ট **নিদর্শন**, স্মৃতিচিহ্ন **ও ঘটনা**, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ নমুনা, ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প এবং মানবসৃষ্ট নিদর্শন (artifacts), বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড, শ্রুতি-চিত্রণ (audio-visual) ভিত্তিক প্রামাণ্য দলিল এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংশ্লিষ্ট এবং এই জাতীয় অন্যান্য বস্তু ও নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন;

(ঘ) জাদুঘরে রক্ষিত **মুক্তিযুদ্ধ** ইতিহাস প্রকল্পের দলিল-দস্তাবেজসমূহ সংরক্ষণ, ভবিষ্যতে আরো দলিল সংগ্রহ, সংগৃহীত দলিল ভিত্তিক মৌলিক গবেষণা ও আনুষঙ্গিক গ্রন্থাদি প্রকাশের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ঙ) বিশ্বসভ্যতা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নিদর্শন **(বস্তুগত ও অবস্তুগত) (tangible and intangible) অনুসন্ধান**, সংগ্রহ, **গবেষণা**, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন;

(চ) জাদুঘর সংগ্রহের উপর গবেষণা ও **প্রকাশনার** ব্যবস্থা;

(ছ) সাময়িকী, **জার্নাল**, গ্রন্থ, সংকলন, **ডিজিটাল ইমেজ, ভিডিও ডকুমেন্টস, ভিউকার্ড, পোস্টার** এবং নিদর্শনের অনুকৃতি **ইত্যাদি তৈরি**, প্রকাশ, **প্রচার, দেশি-বিদেশি প্রদর্শনী ও মেলায় অংশগ্রহণ, বিনিময়** ও বিপণন;

(জ) বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক, **ঐতিহাসিক** ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যভিত্তিক প্রদর্শনী, সম্মেলন, বক্তৃতামালা, সেমিনার এবং সভার আয়োজন;

(ঝ) সরকারের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক, **ঐতিহাসিক** ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য প্রচার ও প্রদর্শনের নিমিত্ত দেশের বাইরে প্রদর্শনীর আয়োজন **এবং বিদেশের নিদর্শন দেশে আনিয়া প্রদর্শন ;**

(ঞ) বাংলাদেশের **অন্যান্য জাদুঘর ও সংগ্রহশালা** (museum) সমৃদ্ধকরণ, উন্নয়নে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান;

(ট) বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট কোনো **জাদুঘর বা সংগ্রহশালা** (museum) অথবা অনুরূপ **প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী** অথবা পরিচালনা কমিটির সম্মতিক্রমে অথবা সমঝোতা অথবা শর্তাবলীর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট **জাদুঘর বা সংগ্রহশালা (museum)** অথবা অনুরূপ **প্রতিষ্ঠানের** কর্তৃত্ব গ্রহণ ও পরিচালনা;

(ঠ) সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোনো **জাদুঘর বা সংগ্রহশালা** (museum), অথবা সরকার কর্তৃক পরিচালিত কোনো কর্মসূচি অথবা প্রস্তুতকৃত কোনো প্রকল্প, সরকারের নির্দেশক্রমে সরকার ও বোর্ডের সম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট শর্তাবলীর ভিত্তিতে কর্তৃত্ব গ্রহণ ও পরিচলনা;

(ড) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন ব্যতিত বোর্ড যেইরূপ নির্ধারণ করিবে, বাংলাদেশের সেইরূপ **স্থাবর** অস্থাবর পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের (antiquities) **অনুসন্ধান**, নিবন্ধন, সংগঠন, **অধিগ্রহণ, সংরক্ষণ**, পরিচালনা, নিয়মিতকরণ এবং তত্ত্বাবধান;

(ঢ) বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক, **ঐতিহাসিক** ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য অনুধাবনের নিমিত্ত শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং কর্তৃপক্ষকে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা;

(ণ) স্বতন্ত্রভাবে অথবা **অন্য কোনো ব্যক্তি অথবা** প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে বা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অধিভুক্ত হয়ে শিল্পকলার ইতিহাস (art-history), জাদুঘরবিদ্যা (museology), **প্রত্নতত্ত্ব (archaeology)**, **সংরক্ষণবিদ্যা (conservation)**, **জাদুঘর নিরাপত্তা (museum security) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে** প্রশিক্ষণ, শিক্ষা কোর্স **চালুকরণ, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন** ও সনদপত্র প্রদান;

(ত) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত সকল জাদুঘর ও সংগ্রহশালা (museum), ঐতিহ্য সংরক্ষণকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় অথবা নিয়ন্ত্রণে রক্ষিত সকল সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শনের হাল-নাগাদ তথ্য গবেষকদের ব্যবহার উপযোগী করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নিজ নিজ দায়িত্বে ও উদ্যোগে কেন্দ্রীয়ভাবে জাদুঘরের তথ্যভাণ্ডারে নিবন্ধীকরণ ও জরিপ;

(থ) বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শনাদির সংগ্রহ, বিপণন এবং বিক্রয়ে নিযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধিতকরণ এবং অনুরূপ ব্যবসায়ী কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান;

(দ) প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শনাদির পাচার, চোরাচালান, ক্ষতি অপব্যবহার ইত্যাদি প্রতিরোধের জন্য উক্তরূপ কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ এবং উক্তরূপ কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকারের অনুমোদনক্রমে যথাবিহীত বিধি প্রণয়ন;

(ধ) জাদুঘরের বিশেষায়িত অথবা গবেষণামূলক কোনো কর্মকাণ্ডে অথবা জরুরি প্রয়োজনে সহায়তাকল্পে কোনো ব্যক্তি অথবা সংস্থা অথবা প্রতিষ্ঠানকে নিয়োজিতকরণ ও তাঁহাদের সম্মানী বা পারিশ্রমিক অথবা তহবিল প্রদান;

(ন) প্রত্নতত্ত্ব আইন ও জাদুঘরের আইন ও প্রশাসনিক সমন্বয়ের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের সুসমন্বিতকরণ বিশেষ করিয়া বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক উদ্ধারকৃত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শন জাতীয় জাদুঘর সংগ্রহ করিবে;

(প) সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বে জাদুঘরের বিশেষ কর্মকাণ্ড পরিচালনা;

(ফ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনো বিদেশি জাদুঘর ও বিদেশি অথবা আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত চুক্তি, সমঝোতা স্মারক, স্কলার এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম বা অনুরূপ কোনো কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে;

(ব) বাংলাদেশের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন (antiquities) যাহা এই আইন প্রণীত হইবার পূর্বে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার বাহিরে বিশ্বের যে-কোনো দেশে অথবা স্থানে মিউজিয়াম (museum) ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে গিয়াছে অথবা রহিয়াছে সেইগুলো, তথ্য প্রমাণ সাপেক্ষে সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে দেশে ফিরাইয়া আনিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(ভ) জাদুঘরে নিদর্শন উপহারদাতার নাম, ঠিকানা, আলোকচিত্র ইত্যাদি তথ্য ডকুমেন্টেশনের ক্ষেত্রে উল্লেখ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং তা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে উপহারদাতার নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করিতে হইবে;

(ম) এই আইন ও তদধীন প্রণীত প্রবিধানমালার বিধান প্রতিপালন নিশ্চিত করণ;

(য) উপরিল্লিখিত কার্যাবলীর সহায়ক অথবা আনুষঙ্গিক অনুরূপ যে-কোনো কাজ।

৯। জাদুঘরের নিদর্শন পরিবর্জন (dispose) করার ক্ষমতা।–

(ক) বোর্ড জাদুঘরের কোনো নিদর্শন বিক্রয়, সংগ্রহ বহির্ভূতকরণ (deaccession) অথবা অন্যভাবে পরিবর্জন করিতে পারিবে যদি সেই নিদর্শনটি অন্য কোনো নিদর্শনের প্রতিরূপ (duplicate) হয় অথবা বোর্ড যদি সেই নিদর্শনটি জাদুঘরে রাখিবার ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত বলিয়া মতামত প্রদান করেন; তবে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতির প্রয়োজন হইবে।

(খ) জাদুঘরে সংরক্ষিত অথবা প্রদর্শিত কোনো নিদর্শন বিদেশি সরকার অথবা বিদেশি কোনো নাগরিকের নিকট থেকে প্রাপ্ত উপহার, উইল দ্বারা প্রদত্ত অথবা দান হয়, তবে তাহা বিক্রয় অথবা অন্যভাবে পরিবর্জনের ক্ষেত্রেও সরকারের পূর্বানুমতির প্রয়োজন হইবে।

১০। জাদুঘরের বিভাগ, ইত্যাদি।–

(ক) এই আইনের নির্ধারিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাদুঘরের বিভিন্ন বিভাগ, অনুবিভাগ, দপ্তর, শাখা, ইনস্টিটিউট ইত্যাদি থাকিবে।

(খ) দেশের সার্বিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন নিশ্চিত করে দেশের অন্যান্য স্থানের ঐতিহাসিক ও প্রশাসনিক গুরুত্ব বিবেচনার মাধ্যমে স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটিয়ে জাদুঘর কর্তৃক সকল বিভাগীয় সদরে জাদুঘর প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

(গ) জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের যে-কোনো স্থানে বিশেষ করিয়া বিভিন্ন পর্যটন স্থান এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যে-কোনো নামে শাখা জাদুঘর, বিষয়ভিত্তিক জাদুঘর, স্মৃতি জাদুঘর ও অন্যান্য অঙ্গ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

১১। মহাপরিচালক।–(১) সরকার জাদুঘরের জন্য একজন মহাপরিচালক নিয়োগ করিবেন এবং সরকারের আরোপিত শর্তাবলী অনুযায়ী তিনি উক্ত পদের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) মহাপরিচালক জাদুঘরের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং ৮ নং ধারায় উল্লিখিত বোর্ডের কার্যাবলী যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য এবং জাদুঘরের সার্বিক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন।

(৩) বোর্ড কর্তৃক যেইরূপ নির্ধারিত হইবে অথবা দায়িত্ব অর্পণ করিবে, মহাপরিচালক সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন, **তবে শর্ত থাকে যে আইন ও বিধি-প্রবিধানমালার সাথে তাহা সাংঘর্ষিক হইবে না।**

(৪) জাদুঘরের **উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও পরিকল্পনা এবং প্রশাসন তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার জন্য দায়ী থাকিবেন।**

(৫) মহাপরিচালকের পদ শূন্য হইলে, অথবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা অথবা অন্য কোনো কারণে তিনি দফতর পরিচালনায় অপরাগ হইলে, নির্ধারিত **পদ্ধতিতে** অতিরিক্ত মহাপরিচালক সেই দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২। সচিব।– (১) সরকার জাদুঘরের জন্য একজন সচিব নিয়োগ করিবেন, যিনি সরকার আরোপিত শর্তাবলী অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) সচিব জাদুঘরের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন এবং মহাপরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নির্দেশক্রমে জাদুঘর পরিচালনার জন্য যথাপ্রয়োজনীয় কার্যক্রম করিবেন।

(৩) সচিবের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে সচিব দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূন্য পদে নবনিযুক্ত সচিব কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা সচিব পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত মহাপরিচালকের নির্দেশনায় একজন পরিচালক নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে সচিব রূপে কার্য করিবেন।

১৩। কর্মকর্তা, প্রমুখ নিয়োগ।- (১) দক্ষভাবে জাদুঘর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, নিদর্শনাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করার জন্য নির্ধারিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে বোর্ড যেইরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করিবেন সেইরূপ **অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক প্রমুখ** কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিবে।

(২) জাদুঘরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সকল ধরনের আর্থিক ও অবসর সুবিধাদি (পেনশন) প্রাপ্য হইবেন এবং সরকারি কল্যাণ ও যৌথবীমা ফান্ডের অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

১৪। বোর্ডের সভা।–(১) বোর্ড প্রতি চার মাসে ন্যূনপক্ষে একটি সভায় মিলিত হইবে, যাহার তারিখ বোর্ডের সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে মহাপরিচালক স্থির করিবেন।

(২) বোর্ডের ন্যূনপক্ষে ছয়জন ট্রাস্টির লিখিত অনুরোধক্রমে সভাপতি যথাযথ মনে করিলে বিশেষ সভা আহবান করিতে পারিবেন; **এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে মহাপরিচালক এরূপ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।**

(৩) ছয়জন ট্রাস্টির উপস্থিতিতে কোরাম হইবে;

(৪) সভাপতি, বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত ট্রাস্টিগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত একজন সেই সভার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সভাপতিত্ব করিবেন;

(৫) প্রত্যেক ট্রাস্টির একটি ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভার সভাপতি একটি অতিরিক্ত তথা ফলাফল নির্ধারণী ভোট দিবেন;

(৬) বোর্ডসভার কার্যবিবরণী রেকর্ডভুক্ত এবং ট্রাস্টিগণের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে এবং তাহা চূড়ান্তকরণের (confirmation) জন্য পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

১৫। বোর্ডের তহবিল।–(১) নিম্নরূপভাবে বোর্ডের তহবিল গঠিত হইবে-

(ক) **বিলুপ্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বে Ordinance-এর অধীনে গঠিত বোর্ডের তহবিলসমূহ এই আইনের ১৯ ধারা অনুযায়ী বোর্ড-এর নিকট স্বংয়ক্রিয়ভাবে তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরিত হইবে;**

(খ) সরকারি মঞ্জুরি;

(গ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, **প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তি-প্রদত্ত** অনুদান;

(ঘ) বোর্ড অনুমোদিত প্রকাশনা ও নিদর্শনাদির অনুকৃতি বিক্রয়, **প্রবেশ টিকিট ইত্যাদির** বিক্রয়লব্ধ আয়, **মিলনায়তন ও প্রাঙ্গণ ভাড়া, সার্ভিস চার্জ** এবং রয়্যালিটি;

(ঙ) **সরকারের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে আন্তর্জাতিক অথবা বিদেশি সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;**

(চ) **তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে অথবা ব্যাংকে গচ্ছিত তহবিল সূত্রে লভ্য সুদ বা মুনাফার প্রাপ্ত আয়;**

(ছ) বোর্ড অনুমোদিত অন্যান্য **বৈধ** উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(জ) **তহবিল হইতে জাদুঘরের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে;**

(ঝ) **সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো খাতে তহবিল বা উহার অংশবিশেষ বিনিয়োগ করা যাইবে;**

(২) বোর্ড অনুমোদিত **যে-কোনো** তফশিলি ব্যাংকে বোর্ডের তহবিল রক্ষিত **ও লেনদেন** হইবে।

১৬। বার্ষিক বাজেট বিবরণী।– বোর্ড, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতি অর্থ বছরের একটি বাজেট বিবরণী, যাহা বার্ষিক বাজেট বিবরণী নামে অভিহিত হইবে, সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন, ইহাতে সেই অর্থ বছরের জন্য প্রাক্কলিত আয়-ব্যয়ের হিসাব থাকিবে এবং সরকারের নিকট হইতে সেই অর্থ বছরের জন্য যে পরিমাণ সরকারি মঞ্জুরী চাওয়া হইবে, তাহার উল্লেখ থাকিবে।

১৭। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।– (১) **সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে** বোর্ড তাহার যাবতীয় আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবে **এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে**।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক যে-রূপ উপযুক্ত মনে করিবেন, সে-রূপে বোর্ডের হিসাব নিরীক্ষিত হইবে।

(৩) **বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক** হিসাবের নিরীক্ষা প্রতিবেদনের, নিরীক্ষিত হিসাব বিররণীসহ, **অনুলিপি সরকার ও বোর্ডের** নিকট পেশ করবেন। **বোর্ড নিরীক্ষা প্রতিবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।**

১৮। বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ, ইত্যাদি।– (১) বোর্ড, প্রতি অর্থবছর সমাপ্ত হইবার পর যথাশীঘ্র সম্ভব, সেই অর্থ বছরে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার বোর্ডের নিকট যে-কোনো প্রতিবেদন, প্রত্যুত্তর, বিবরণী, প্রাক্কলন, পরিসংখ্যান অথবা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন অন্য যে-কোনো বিষয়ের উপর তথ্য চাহিতে পারিবে এবং বোর্ড এই ধরনের সকল চাহিদা পূরণে সম্মত থাকিবে।

১৯। রহিতকরণ এবং হেফাজতকরণ, ইত্যাদি।–(১) এই আইন কার্যকর হইবার সাথে সাথে The Bangladesh Jatiya Jadughar Ordinance, 1983 (Ordinance No. LIII of 1983) রহিত হইবে।

(২) বর্ণিত Ordinance রহিত হওয়া সত্ত্বেও–

(ক) **এই আইনের অধীনে বোর্ড গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিলুপ্ত Ordinance-এর অধীনে গঠিত বোর্ড জাদুঘরের বোর্ড বলিয়া গণ্য হইবে।**

(খ) বিলুপ্ত Ordinance-এর অধীনে গঠিত বোর্ড-এর সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং সুবিধাদি এবং সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, শিল্পকলা, জাতিতাত্ত্বিক নমুনা, স্মৃতিস্মারক, অনুকৃতি এবং অন্যান্য নিদর্শন, ভূমি, দালান, নগদ অর্থ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, সংরক্ষিত (reserve) তহবিল, বিনিয়োগ এবং সেইসব সম্পদ হইতে প্রাপ্ত সকল সত্ত্ব ও মুনাফা অথবা উদ্ভূত সেইরূপ সম্পত্তি এবং সকল হিসাববহি, রেজিস্টার, রেকর্ড এবং এই ধরনের অন্য দলিলাদি তাৎক্ষণিকভাবে বোর্ডের নিকট হস্তান্তরিত এবং অর্পিত হইবে;

(গ) বিলুপ্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বে বিলুপ্ত Ordinance-এর অধীনে গঠিত বোর্ড-এর সকল ঋণ, দায়-দায়িত্ব, বাধ্যবাধকতা, সকল সম্পাদিত চুক্তি এবং প্রক্রিয়াধীন বিষয়, বোর্ডের ওপর ন্যস্ত হইবে এবং এই বোর্ডের সহিত অথবা জন্য কার্যকর হইবে;

(ঘ) বিলুপ্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বে Ordinance-এর অধীনে গঠিত বোর্ড কর্তৃক অথবা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা এবং অন্যান্য আইনগত কার্যধারা (proceedings) বোর্ডের সাথে সম্পৃক্ত হইবে এবং সেইগুলো যথানিয়মে পরিচালিত হইতে থাকিবে;

(ঙ) বিলুপ্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বে Ordinance-এর অধীনস্থ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাৎক্ষণিকভাবে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে স্থানান্তরিত হইবেন এবং স্থানান্তরের পূর্বে তাহাদের জন্য প্রযোজ্য একই শর্তাধীনে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) এই **আইনে** যাহাই বলা হউক না কেন, বিলুপ্ত হইবার পূর্বে বিলুপ্ত Ordinance-এর বলে যে সকল বিধি-প্রবিধানমালা প্রণীত হইয়াছিল, সেইগুলি, **প্রয়োজনীয় পরিবর্তন পরিযোজনপূর্বক** এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সেইগুলি এই আইনের কোনো নিয়মের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, যে পর্যন্ত এই আইনের অধীনে কোনো পরিবর্তন, বাতিল অথবা সংযোজিত না হয়, বহাল থাকিবে।

(৪) সরকার, উপ অনুচ্ছেদ (১)-এ বর্ণিত স্থানান্তর এবং অন্য কোনো বিষয় সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনের নিমিত্ত, যে-কোনো আদেশ, যাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হইবে, জারি করিবেন এবং এই ধরনের আদেশ এই **আইনের** অংশ বলিয়া গণ্য ও কার্যকর হইবে।

২০। দায়মুক্তি।– এই **আইন** কার্যকর হইবার পর এই **আইনের** কার্যধারা অথবা এই **আইনের** উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সরল বিশ্বাসে গৃহীত অথবা **সম্পাদিত** কোনো কর্মকাণ্ড অথবা এই **আইনের** কার্যকারিতার জন্য জারিকৃত কোনো আদেশের নিমিত্ত সরকার অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো মামলা, অভিযোগ দায়ের, অথবা অন্য কোনো বিচারিক কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

২১। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।– সরকার, গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, এই **আইনের উদ্দেশ্যপূরণ** ও বাস্তবায়নকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২২। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।– বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই **আইনের এবং আইনের** অধীনে প্রণীত বিধিমালার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নহে সেইরূপ ক্ষেত্রে এই আইনের উদ্দেশ্য**পূরণ** এবং বাস্তবায়নকল্পে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৩। ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ।–

(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে কোনো বিরোধাভাস প্রতীয়মান হইলে বাংলা পাঠ আইনত: প্রাধান্য পাইবে।